পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এব অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১৭শ সংখ্যা

১লা মাঘ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং ॥ ৩০শে রবিউল আউয়াল ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩

৩৬শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সুরা মায়েদা (৬ষ্ঠ পারা, ৮ম ও ৯ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃত বাণী : অসাধারণ নবী (সাঃ)-এর যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাঃমুদ	৭
* ইলাহী জামাতে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী	মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১২
* হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—১৫	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আব্দুল লতিফ খান	১৩
* জামাত আহমদীয়ার ৯০তম সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণ	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৮
* সংবাদ		২৭

'আমাদের শিক্ষা" (পঞ্চম সংস্করণ)
পুস্তিকায় একটি জরুরী ভুল সংশোধন

"আমাদের শিক্ষা" (পঞ্চম সংস্করণ) পুস্তিকায় ৩৬ নং পৃষ্ঠায় ভুলবশতঃ মুদ্রিত নিম্ন লিখিত অংশটি ৩৩নং পৃষ্ঠার মাথায় যাইবে এবং ৩৬ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত কথাগুলি বাদ যাইবে। কথাগুলি নিম্নরূপ :

সুন্নত

হেদায়েত লাভের দ্বিতীয় উপায়, যাহা মুসলমানদিগকে

প্রদান

যাহাদের নিকট উক্ত পুস্তিকার উল্লিখিত সংস্করণটি আছে তাহারা অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত সংশোধনটি নিজ হাতে করিয়া লইবেন। —(প্রকাশক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১৭শ সংখ্যা

৩০শে পৌষ ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং : ১৫ই সোলাহ্ ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে]

৫১। তবে কি তাহারা অজ্ঞ যুগের বিচার চাহে? এবং যাহারা একীন রাখে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিচারক?

ষষ্ঠ পারা **৮ম রুকু**

৫২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানগণকে (নিজেদের) সাহায্যকারী বানাইওনা (কারণ) তাহারা একে অন্যের সাহায্যকারী এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে সাহায্যকারী বানাইবে সে তাহাদের মধ্যে (গণ্য) হইবে, নিশ্চয়ই যালেম জাতিকে আল্লাহ্ (সফলতার) পথ দেখান না।

৫৩। এবং তুমি ঐ সকল লোককে যাহাদের অন্তরে ব্যধি আছে দেখিবে, তাহারা ইহা বলিতে বলিতে তাহাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে যাইবে যে আমরা ভয় করি, আমাদের উপর কোন বিপদাপত না হয়; সুতরাং অচিরেই আল্লাহ্ (তোমাদের) বিজয়োপকরণ অথবা নিজ পক্ষ হইতে অন্য কোন বিষয় প্রকাশ করিবেন, যাহার ফলে তাহারা যে কথা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখিয়াছিল উহার জন্য অনুতপ্ত হইবে।

৫৪। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, ইহারাই কি সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্র নামে কঠিন (হইতে কঠিনতর) কসম খাইয়া বলিয়াছিল যে তাহারা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে আছে? তাহাদের আমল সমূহ নষ্ট হইয়াগিয়াছে সুতরাং তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৫৫। হে ঈমানদারগণ তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিজের দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবে, (সে যেন মনে রাখে যে) আল্লাহ্ অচিরেই (তাহার পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে যাহারা মোমেন-গণের প্রতি নম্র হইবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে, তাহারা আল্লাহর পথে

জেহাদ করিবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল; যাহাকে তিনি পসন্দ করেন ইহা তিনি তাহাকে দেন, এবং আল্লাহ্‌র প্রাচুর্য দানকারী পরমজ্ঞানময়।

৫৬। তোমাদের সাহায্যকারী কেবল আল্লাহ্ তাঁহার রসুল এবং মোমেনগণ, যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং (তৎসহ) একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদতকারী।

৫৭। এবং যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রসুল এবং মোমেনগণকে (নিজেদের) সাহায্যকারী বানায়, (তাহারা যেন নিশ্চিত থাকে যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই জয়যুক্ত হইবে।

৯ম রুকু

৫৮। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেলা (-র বস্তু) বানাইয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে তোমরা সাহায্যকারী বানাইও না এবং তোমরা যদি মোমেন হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

৫৯। এবং যখন তোমরা লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান কর, তখন তাহারা ইহাকে উপহাস ও খেলা বানাইয়া লয়, (তাহাদের এইরূপ আচরণের) কারণ এই যে তাহারা এমন এক জাতি, যাহারা আক্কেল দ্বারা কাজ করে না।

৬০। তুমি (তাহাদিগকে) বল। হে আহলে কিতাব; তোমরা কি ইহা ছাড়া আর কোন দোষ আমাদের মধ্যে পাও যে আমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপরও যাহা (এই কালামের) পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল ঈমান আনিয়াছিল? এবং এই কারণেও (তোমরা দোষারোপ কর) যে তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই (আল্লাহ্‌র) বিদ্রোহী।

৬১। তুমি (তাহাদিগকে) বল, যে আমি কি তোমাদিগকে ঐ সকল লোকের বিষয় বর্ণনা করিব, যাহাদের প্রতিফল আল্লাহ্‌র নিকট (ঐ ব্যক্তি) অপেক্ষাও (যাহাকে তোমরা না পসন্দ কর) নিকৃষ্টতর? তাহারা ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহাদের উপর তিনি স্বীয় গযব নাযেল করিয়াছেন এবং যাহাদের মধ্যে কতককে তিনি বানর ও শূকর করিয়াছেন এবং (যাহারা) শয়তানের এবাদত করিয়াছে। এই সকল লোকের ঠিকানা অত্যন্ত খারাপ এবং তাহারা সোজা পথ হইতে সর্বাধিক দূরে পতিত। হইতে সর্বাদিক বিচ্যুত।

৬২। এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তাহারা বলে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি অথচ তাহারা কুফর (এরই আকিদা) সহ প্রবেশ করিয়াছিল এবং (পরিশেষে) তাহারা উহা (অর্থাৎ সেই আকিদা) সহই বাহির হইয়াগেল, এবং তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহা সর্বাধিক বেশী জানেন।

৬৩। এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে দেখিতেছ যে তাহারা পাপ সীমা লঙ্ঘন এবং হারাম

খাওয়ার (কার্যকলাপের) দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে, এবং তাহারা করিতেছে, তাহা অত্যন্ত খারাপ।

৬৪। তত্বজ্ঞানী পুরুরগণও ইহুদী আলেমগণ তাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে এবং হারাম খাইতে কেন নিষেধ করে না? তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ (কাজ)

৬৫। এবং ইহুদীগণ বলে। আল্লাহ্‌র হাত শিকলে বাঁধা তাহারা যাহা করিয়াছে উহার জন্য তাহাদেরই হাত শিকলে বাঁধা যাইবে এবং তাহারা অভিশপ্ত হইতে (তাহারা মিথ্যা বলিতেছে) সত্য কথা এই যে আল্লাহর উভয় হাতই সুপ্রশস্ত, যে ভাবে তিনি চাহেন খরচ করেন; এবং তোমার রব্বের নিকট হইতে তোমার উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে; উহা তাহাদের অনেককেই বিদ্রোহ ও কুফরে (আরও) বাড়াইয়াদিবে এবং আমরা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। যখনই তাহারা যুদ্ধের জন্য কোন প্রকার আগুন জ্বালাইয়াছে; তখনই আল্লাহ্ উহা নিভাইয়া নিয়াছেন এবং তাহারা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ও অশান্তির জন্য দৌড়িয়া বেড়ায় এবং আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীগণকে ভালবাসেন না।

৬৬। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা এবং তাহা তাহাদের দোষ সমূহ তাহাদিগ হইতে স্খালন করিয়া দিতাম এবং আমরা তাহাদিগকে বিবিধ নে'মতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিতাম।

৬৭। এবং যদি তাহারা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাহাদের উপর (এখন) যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা পালন করিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের উপর হইতেও এবং তাহাদের পদতল হইতেও (নে'মত সমূহ) ভোগ করিত. তাহাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থি লোক আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এইরূপ যে তাহারা যাহাকিছু করিতেছে, তাহা অতি মন্দ।

{ 'তফসীরে সগীর' হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ }

"তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ জামাত। সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর হওয়া সম্ভা নহে। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত জামাত হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান হইবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।" ('আমাদের শিক্ষা' পৃঃ ১১)

--হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত

১। হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়া পাঠাইয়া-দিয়াছেন, উহার তুলনায় সেই বৃষ্টিবৎ, যাহা ভূমির উপর বর্ষিত হয়। ভূমির উৎকৃষ্ট অংশ এই বৃষ্টির ক্রিয়া গ্রহণ করে, ফসল ভাল হয়, ঘাস ও পল্লব খুব হয়। ভূমির অন্য একটি প্রকার এমন যে, যাহা পানি রোধ করে। তদ্বারা আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে এই পানি পান করে এবং তাহাদের ক্ষেত ভর্তি করে। ভূমির তৃতীয় আরো এক শ্রেণী আছে—চটান ও শুষ্ক। পানি ধারণ করিতেও পারে না, ঘাস বা ফসল কিছুই জন্মায় না। এই দৃষ্টান্তানুরূপ কোনো মানুষ এমন যে, ধর্ম বুঝিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে, তদ্বারা উপকৃত হয় এবং আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যাহা কিছু দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা স্বয়ং শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিখায়। চটান ভূমিবৎ ঐ ব্যক্তি যে হেদায়ত কি তাহা মাথা তুলিয়া দেখেও না, ইহা নিয়া কোনো চিন্তাও করে না এবং আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যে ধর্ম-পথ দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা গ্রহণ করে না।"

(মুসলিম, কেতাবুল ফাযায়েল, বাবু বানায়েল মাসালে মা বুয়েসা বেহিন নাবীয়ু সাল্ল ল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিনাল হুদা ওয়াল ইলম ; ২—২:৫৮ পৃঃ)

২। হযরত আবু মুসা আশ্য়ারী রাযি আল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "ভাল সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর তুলনায় ঐ দুই ব্যক্তিবৎ যাহাদের একজন কস্তুরী (মৃগনাভী) বহণ করিতেছে। অন্য ব্যক্তি হাপর চালক। কস্তুরী বাহক তোমাকে বিনামূল্যে সুগন্ধি দিবে। তুমি হয়ত খরিদও করিবে। নতুবা অন্ততঃ উহার সৌরভ তুমি গ্রহণ করিবে। হাপরওয়ালা হয়ত তোমার জামা কাপড় পোড়াইবে, বা দুর্গন্ধযুক্ত ধোয়া তোমাকে বিব্রত করিবে।

(মুসলিম কেতাবুল বির্রে ওয়াস সেলাতে, বাবু ইস্তেজাবু মায়া জালেসতেস্ সালেহীন

{ 'হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে সংকলিত }

অনুবাদ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

অসাধারণ নবী (সাঃ) যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং কীর্তির কষ্টিপাথরে সপ্রমাণিত

"জগতে আল্লাহ্‌র এক মহিমান্বিত রসুল (হযরত মোহাম্মদ সাঃ) আসিয়াছেন, যাহাতে সেই সকল (আধ্যাত্মিক) বধিরদিগকে কর্ণ দান করেন যাহারা আজ হইতে নয় বরং শত সহস্র বৎসর ধরিয়াই বধির। কে অন্ধ এবং কে বধির? সেই ব্যক্তি যে তৌহীদ গ্রহণ করে নাই এবং সেই রসুলকেও গ্রহণ করে নাই, যিনি নূতনভাবে পুণরায় ভূ-পৃষ্ঠে তৌহীদকে কায়েম করিয়াছেন। সেই রসুল যিনি বন্য ও পশু তুল্যের লোকদিগকে সভ্য মানুষে এবং সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীকে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর চরিত্রবান মানুষদিগকে খোদা-যুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত করিয়া এলাহী রঙে রঙীন করিয়াছেন। সেই প্রজ্জ্বোল-সূর্য, রসুল, হ্যাঁ সত্যের সেই যাঁহার পদতলে সহস্র সহস্র মৃতগণ শেরক (অংশীবাদীতা), নাস্তিকতা, অবাধ্যতা ও পাপাচারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছে এবং কার্যকররূপে যিনি কিয়ামতের নমুনা ও দৃশ্য দেখাইয়াছেন। যীশুর ন্যায় শুধু বাগাড়ম্বর ও নীতিবাক্য উচ্চারণেই ক্ষান্ত হন নাই। সেই মহানবী মক্কায় আবির্ভূত হইয়া শেরক এবং মানব-পূজার গভীর অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়াছেন। হ্যাঁ, জগতের প্রকৃত জ্যোতি একমাত্র তিনিই ছিলেন; তিনি জগতকে তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় লাভ করিয়া বাস্তবিকপক্ষে সেই আলো দান করিয়াছিলেন যাহা অন্ধকার রাতকে দিন করিয়াছিল। তাঁহার আগমনের পূর্বে জগৎ কি ছিল? অতঃপর তাঁহার আগমনের পর তাহা কিরূপ ধারণ করিয়াছিল? ইহা এমন কোন প্রশ্ন নয়, যাহার উত্তর মোটেও কঠিন হইতে পারে; যদি আমরা বে-ঈমানীর পথ অবলম্বন না করি, তাহা হইলে আমাদের বিবেক (Conscience) নিশ্চয়ই আমাদের অঞ্চল ধরিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে যে, এই মহামর্যাদাবান রসুলের পূর্বে খোদাতায়ালার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রতিটি দেশের মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেই সাচ্চা মা'বুদ (উপাস্য)-এর সকল গৌরব ও মার্যাদা অবতার, দেব-দেবী, প্রস্তর, তারকা-নক্ষত্র, গাছ-বৃক্ষ ও জীব-জন্তু এবং মরণশীল মানবদিগকে দান করা হইয়াছিল এবং তুচ্ছ ও হীন সৃষ্ট-জীবকে মহাপ্রতাপশালী ও পবিত্র খোদার স্থান ও আসনে বসান হইয়াছিল। এবং ইহা একটি নির্ভুল ও সাচ্চা ফায়সালা যে, যদি এই সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু ও গাছ-বৃক্ষ এবং তারকা নক্ষত্রই খোদা-স্বরূপ হইত—যেগুলির মধ্যকার যীশুও একজন, তাহা হইলে বলা যাইত, এই রসুলের কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু যেহেতু (যীশু সহ) এ সকল জিনিস কখনও খোদা ছিল না,

সেহেতু সেই দাবী এক মহা জ্যোতি বহন করে, যে দাবী হযরত সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কার পর্বতমালার উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। দাবী কি ছিল? তাহা এই যে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'খোদাতায়ালা জগতকে শেরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখিয়া সেই অন্ধকারকে নসাৎ করার উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন।' উহা শুধু একটা দাবীই ছিল না বরং রসুলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উক্ত দাবীকে বাস্তবে পূর্ণ করিয়া দেখাইয়া দেন। যদি কোন নবীর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার সেই সকল কীর্তির দ্বারা প্রতীয়মান হইতে পারে, যে সকল কীর্তির মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ও সত্যকার সহানুভূতি সকল নবীর তুলনায় অধিক পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইলে, হে সমগ্র মানবকুল! উঠ এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে জগতের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন নযির নাই।.....

সৃষ্টির উপাসকগণ এই মহামহিমান্বিত রসুলকে চিনে নাই, সনাক্ত করে নাই, যিনি সত্যিকার সহানুভূতির সহস্র সহস্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি, সেই সময় এখন সমাগত, যখন এই পবিত্রতম রসুল (সাঃ)-কে সনাক্ত করা হইবে, সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইবে। ইচ্ছা করিলে তোমরা আমার কথা লিখিয়া রাখ যে, এখন হইতে মৃতের উপাসনা ক্রমশঃই স্তিমিত ও হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, এমন কি উহা নিস্তো-নাবুদ হইবে, চিরতরে লোপ পাইবে। মানুষ কি খোদার মোকাবিলা করিতে পারিবে? তুচ্ছ বিন্দু কি খোদাতায়ালার ইরাদা ও সংকল্প সমূহকে রদ করিতে পারিবে? নশ্বর আদম-সন্তানের পরিকল্পনাসমূহ কি এলাহী হুকুমসমূকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইবে? হে শ্রবণকারীগণ! শুন; হে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ! প্রণিধান কর, এবং স্মরণ রাখ যে সত্য প্রকাশিত হইবে এবং সেই যে প্রকৃত জ্যোতি উহা উদ্দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইবে।"

(তবলীগে রেসালত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯)

মানুষের চিন্তা করা উচিত, সে সন্তান লাভের কামনা কেন করে? কেননা এ কামনাটিকে শুধু স্বভাবজ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করে দেওয়া উচিত নয়, যেমন—মানুষের পিপাসা বা ক্ষুধা অনুভব হয়ে থাকে। কিন্তু যখন ইহা একটা পরিমীত মাত্রাকে অতিক্রম করে যায় তখন নিশ্চয় ইহার সংস্কার ও ইসলাহ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। খোদাতায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন—আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন,

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

—'খোদাতায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন।' এখন মানুষ যদি নিজে 'মুমেন ও আবদ' হিসাবে সাব্যস্ত না হয় এবং তার জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে সে পূর্ণ না করে তথা ইবাদতের পুরাপুরী হক্ আদায় না করে বরং অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত জীবন যাপন করে এবং গোনাহ্‌র পর গোনাহ্ করতে থাকে তা'হলে এরূপ ব্যক্তির সন্তান

(বাকী অংশ খোৎবার পর)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

[৭ই আগষ্ট ১৯৮১ইং রাবওয়াস্থ মসজিদে আকসায় প্রদত্ত]

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মহান চারিত্রিকগুণাবলী ('খুলুকেআযীম') মানবহৃদয় জয় করেছিল।

সাহাবারাও (রাঃ) সেই 'মহান চারিত্রিক গুণাবলী'র উৎস থেকে আহৃত প্রেমের দ্বারা জগৎময় মানব হৃদয় জয় করেছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষে ইসলাম বুজুর্গদের উত্তম চরিত্রের ফলশ্রুতিতেই বিস্তার লাভ করেছিল।

যতক্ষণপর্যন্ত আমরা আহমদীরাও সেই পথে পরিচালিত না হবো, ততক্ষণপর্যন্ত আসন্ন মহাআধ্যাত্মিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে ও অবদান রাখতে পারবো না।

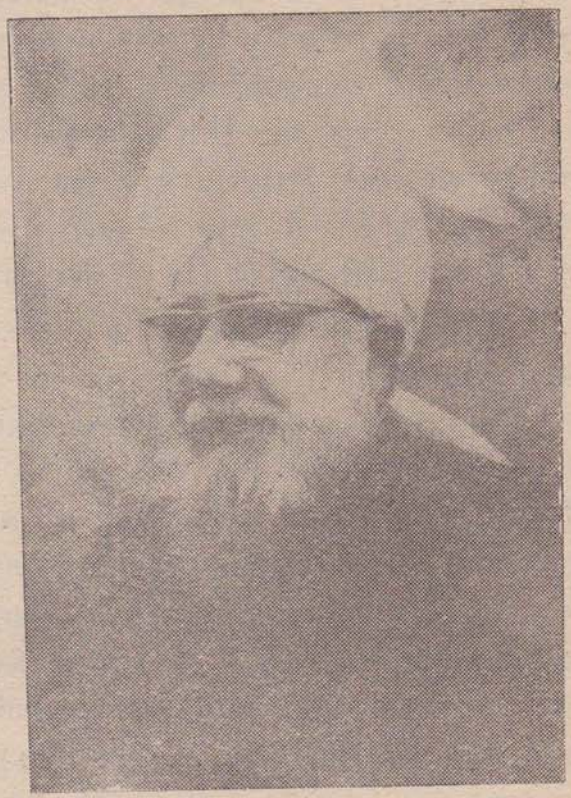

তাশাহুদ, তাযাওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (রাঃ) বলেন : বিগত খোৎবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের দ্বারা মানবজাতির জীবনে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়, যার তুলনীয় কোন বিপ্লব মানব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর আমি ইহাও বর্ণনা করে ছিলাম যে, উক্ত বিপ্লব কোন পার্থিব বল প্রয়োগে সংঘটিত হয় নাই বরং হৃদয়কে জয় করা হয়েছিল এবং মঙ্গল ও কল্যাণের উপকরণ মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের দুঃখ-কষ্ট মোচন করা হয়েছিল, তাদেরকে সুখ শান্তিতে আপ্লুত করা হয়।

মানবহৃদয় কিরূপে জয় করা হয়েছিল ?—আজ আমি অতি সংক্ষেপে এ কথাটির উপরই আলোকপাত করবো।.....(এরপর হুজুর তাঁর অসুস্থতার কথা বলেন)

যাই হোক, আমি বলতে চাই যে ঐ মহান বিপ্লবের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিতে মানবহৃদয় কিরূপে জয় করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতির হৃদয় কিরূপে জয় করা হবে? তবে শুনুন। কুরআন করীমে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন: انك لعلى خلق عظيم (القلم : ٥)

অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত (আরবীতে আযীম (মহান) শব্দটির অর্থ হলো এর চেয়ে বড় আর কেউ বা কোন কিছু নাই)। আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক তাঁকে 'খুলুকে-আযীম' এর উপর কায়েম করা হয়েছে—উহার প্রস্থ ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে এ অর্থে যে, সমগ্র জগৎ ব্যাপী ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে সমগ্র মানবমণ্ডলীকে নিজ আওতায় বেষ্টিত করবে; আর উহার দৈর্ঘ্য বা উচ্চতার দিকদিয়ে এ অর্থে যে, উক্ত 'খুলুকে-আযীম' পরিক্রম করে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রব্বে-করীমের পরম সান্নিধ্যে উপনীত হন, আর প্রতিটি ব্যক্তিই যদি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে তাহলে স্ব স্ব ক্ষমতার পরিধি অনুযায়ী চরম ও পরম উন্নতি লাভ করবে।

'খুলুকে আযীম' বলে অভিহিত তাঁর এ সকল চারিত্রিক গুণাবলী কত যে মহান!! মানুষের জীবনে শত্রু থাকে। কিন্তু এমন লোক জগতে খুবই বিরল যে তার জীবনে দীর্ঘকাল যাবৎ শত্রুর আঘাত সওয়ার পর—আঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ের—তের বছর ব্যাপী নিরন্তর নবী আকরাম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীরা তাঁর উপর এবং তাঁর অনুসারীদের উপর কঠোরতম অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়—এ সকল অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা ইহাও ছিল যে ক্রমাগত আড়াই বছর ব্যাপী বিরুদ্ধবাদীরা যথাসাধ্যরূপে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় যাতে তিনিও তাঁর অনুসারীবৃন্দ না খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা সে পরিকল্পনাটিকেও ব্যর্থ করে দেন। তারপর তাঁর অনুসারী যে সকল দাস ছিলেন তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের পর থেকে তেরটি বছর ব্যাপী যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামী কর্মপ্রয়াস তাঁদেরকে নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের কবল থেকে মুক্ত করে—হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং আরও অন্যান্য সাহাবী তাঁদেরকে ক্লেশমুক্ত করার উদ্দেশ্যে অগাধ অর্থ সম্পদ ব্যয় করেন, আরও বহু প্রকারের কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করেন—আজকে এ প্রচণ্ড গরম—যার জন্য আমি আজ খোৎবা সংক্ষেপে দিতে বাধ্য হচ্ছি, তার চেয়ে প্রখরতর গরমে উত্তপ্ত বালুকারাশীর উপর ঐ সকল মুমেন কৃতদাসকে তাদের উলঙ্গ ও উর্ধ দেহে অযস্র চাবুক বর্ষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ এত নিষ্ঠুরতম অত্যাচার ও নির্যাতন, যা মানবীয় কল্পনার সকল পরিধি অতিক্রম করে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর ক্রমাগত এই তের বছর স্থায়ী জুলুম সহ্য করার পর যখন হযরত নবী করীম (সাঃ) হিজরত করলেন তখন আবারও তাঁর পশ্চাদধাবন করলো এবং তলোয়ারের জোরে তাঁকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো এটাও এক দীর্ঘকাল ব্যাপী অব্যাহত থাকলো। — মোট কথা, এ যাবতীয় অত্যাচার সওয়ার পর যখন আল্লাহ্‌তায়ালা একমাত্র তাঁর পরাক্রম ও ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রাধান্য ও আধিপত্য রূপ তাঁর সিফাত বা ঐশীগুণের বিকাশের ফলশ্রুতিতে এমন উপকরণ

সৃষ্টি করে ছিলেন যে, দশ সহস্র কুদ্দুসী বা পবিত্রাত্মা সম্বলিত বাহিনী সমভিব্যাহারে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কায় পৌছুলেন। তখন ঐ সব জুলুম অত্যাচারের জন্মদাতা মক্কায় সরদারদের মধ্যে তাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে এবং তাদের নারীদের ইজ্জত-আবরুর খাতিরে খাপ থেকে তরবারী বের করার মত সাহসটুকুও ছিল না। বিনা যুদ্ধে তারা আত্মসমর্পন করলো। তারা জানতো, অন্তর থেকে উত্থিত তাদের চৈতন্য সবর হয়ে উঠলো যে তারা যে সব অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে তার প্রেক্ষিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এখন হক্ ও ন্যায্য অধিকার রয়েছে, তিনি তাদের প্রতি যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু তাদের প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার করলেন? তাদের সকল অত্যাচারের প্রতিদানে তিনি ঘোষণা করলেন শুধু এই যে,

لا تثريب عليكم اليوم (يوسف : ٩٣)

অর্থাৎ—তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করলাম আমি এবং আমার অনুসারীরা। আর দোওয়া করছি যেন আল্লাহ্তায়ালাও ক্ষমা করে দেন।' মানুষ যখন ক্ষমা দান করে তখন জরুরী নয় যে, সেই ক্ষমা আল্লাহ্তায়ালাও কবুল করে নেন। কুরআন করীমে একাধিক স্থলে এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ উপলক্ষ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কার সরদারদের জন্য এবং গোটা আরব দেশের ইসলাহ এবং ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে দরদের সহিত দোওয়া করেছিলেন, তা ছাড়া সেদিন তিনি অনুরূপ দরদের সহিত আল্লাহ্তায়ালার হুজুরে এ দোওয়াও করেছিলেন যে, 'হে খোদা! আমরা ক্ষমা করলাম, তুমিও তাদের ক্ষমা কর।' এবং বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন (ফলে তারা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যে ভূষিত হয়)।

এ হলো 'খুলুকে-আযীম'। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতিটি কর্ম বা পদক্ষেপ এত মাহাত্মাপূর্ণ যে, মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণরূপে উহার কল্পনা করতেও অক্ষম। প্রত্যেক মানুষ তার ক্ষমতার পরিসর অনুযায়ী উহার কিছুটা মাত্র অনুধাবন করে থাকে। সর্বোচ্চ স্তরের সে মাহাত্ম্যবলী, যা মোহাম্মদী চারিত্রিক গুণাবলীতে নিহিত রয়েছে। সে 'খুলুকে-আযীম'-ই মানবহৃদয় জয় করেছিল। উহা সেই ইহুদির হৃদয়ও জয় করেছিল, যে মেহ্মান হিসাবে এসেছিল; নবী করীম (সাঃ) যাকে সযত্নে নিজের কাছে রেখেছিলেন। তার দাস্ত শুরু হলে রাতকালে বিছানায় তার বাহ্য হয়ে যায়, সকাল হলে সে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কেমন করে মুখ দেখাবে—এ লজ্জায় সে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার টাকার থলে ভুলে পিছনে ফেলে গিয়েছিল। আপনারা জানেন, ইহুদী পয়সা কখনও ছাড়ে না। যখন তার থলের কথা স্মরণ পড়লো, তখন লজ্জা বোধের উপর পয়সার মায়া প্রধান্য লাভ করলো এবং সে ফিরে আসলো। এসে যে দৃশ্য সে দেখতে পেলো তা ছিল এই যে তার পিছনে রেখে যাওয়া ময়লা হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজ পবিত্র হাতে ধুয়ে পরিষ্কার করছেন। ইহুদিয়তের মধ্যে থাকতেও সে তার জীবনে এমন কোন নেকীর কাজ করেছিলো যা আল্লাহ্-

তায়ালার নিকট পছন্দ হয়েছিল। এ ধাধায় উহা তার ইসলাম লাভের কারণ হয়ে যায়। সে অগ্রসর হয়ে বললো, "হে রসুলুল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। আমার বয়েত কবুল করুন। ওয়াহেদ-লা-শরীক (এক ও অদ্বিতীয়) খোদার সহিত যার সাচ্চা সম্পর্ক ও সংযোগ না থাকে—সে কখনও এ প্রকারের আখলাকী নমুনা (বা চারিত্রিক দৃষ্টান্ত) দেখাতে পারে না, যা আপনি দেখালেন।" সুতরাং উহা তার ইসলাম গ্রহণের একটি উপলক্ষ বা উপায় স্বরূপ সাব্যস্ত হলো।

তারপর, সকল সাহাবা, যাঁরা ছিলেন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণকারী, তাঁরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লেন এবং যে 'খুলুকে আযীম'—উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী সেই (মোহাম্মদী) পদাঙ্ক অনুসরণের ফলে তাঁদের জীবনেও সৃষ্টি হয়েছিল উহার ফলশ্রুতিতে তাঁরা প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা মানবহৃদয় জয় করেন। সেই প্রীতি ও ভালবাসার উৎস ছিল 'খুলুকে-আযীম।

দেখুন, হযরত দাতা সাহেব (যাঁর কবরে গিয়ে কতক লোক সেজদা করে, তারা তাঁর প্রতি জুলুম করে থাকে) ওয়াহেদ ও এগানা খোদার তৌহিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লাহোরের বাহিরে আস্তানা গেড়ে বসে পড়েন। সেখানে গুজ্জর উপজাতীয় হিন্দুরা বাস করতো। তারা তাদের দৈহিক ও নৈতিক এবং আত্মিক—সকল প্রকারের পঙ্কিলতা সহ তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর চারিত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত হতো। এমনি ধারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর মাধ্যমে মুসলমান হলো। তাঁর পূর্বে ও পরে যে সকল বুজুর্গ সেখানে গিয়ে বসে ছিলেন, এছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষেই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিলো ঐ সকল বুজুর্গের উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে। ঐ সকল বুজুর্গ উত্তম আখলাক লাভ করেছিলেন হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। যে 'খুলুকে-আযীম' (মহান চারিত্রিক গুণাবলী) আল্লাহ্তায়ালা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে)-কে প্রদান করেছিলেন তাথেকে একাংশ আহরণ করে তাঁরা সারা জগতে ইসলাম ছড়িয়ে দিয়েছেন। যে আলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁরা লাভ করেছিলেন সেই আলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে আলোকিত করে তুললো।

সেজন্য শুধু আহমদী হওয়াই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করি, সেগুলো অনুধাবন করতে সচেষ্ট হই; আর অনুধাবন করার পর সংকল্প গ্রহণ করি যে আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথে দৃশ্যমান পদচিহ্ন ধরে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে আখলাকের ময়দানে অগ্রসরমান হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি যে মহান বিপ্লব সৃষ্টি করে গিয়েছেন এবং এ যুগে যা চূড়ান্ত রূপে বিকশিত ও শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হওয়া অবধারিত রয়েছে সেই পবিত্র মহান বিপ্লবে আমরা অংশগ্রহণ করতে (ও যথার্থ অবদান রাখতে) পারবো না।

সুতরাং দোওয়া করুন ; মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাঙ্গ সুন্দর সত্তায় চারিত্রিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে যে অতুল ও অপূর্ব সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল সেই সৌন্দর্য যেন আমাদের জীবনে ও আমাদের চরিত্রে ফুটে উঠে, যাতে আমাদের নমুনা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে জগৎ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে ছুটে আসে এবং তাঁরই পতাকার নীচে এসে সমবেত হয়। আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে ইহার তওফিক দিন। আমীন। (আল-ফজল, ২রা অক্টোবর ১৯৮২ইং)

--মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

অমৃত বাণী

(৬-এর পাতার পর)

কামনা কি পরিণাম ও অবদান রাখবে ? শুধু এই হবে যে, গোনাহ অনুষ্ঠানের জন্য সে, প্রকৃত-পক্ষে তার আর একটি স্থলাভিষিক্ত রেখে যেতে চায়! সে নিজেই কি কিছু কম করেছিল ? সে আবার সন্তানের আকাঙ্খা করে ?! সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান সম্পর্কিত কামনা বা আকাঙ্খা একমাত্র এ উদ্দেশ্যে না হয় যে সন্তান যেন দ্বিনদার ও মুত্তাকী হয়, খোদা-তায়ালার অনুগত (ফরমাবরদার) হয় এবং তাঁর দ্বিনের খাদেমে পরিণত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা একবারেই বৃথা, বরং এক প্রকারের পাপ বিশেষ এবং 'বাকিয়াতুস-সালেহাত' (পূণ্যের শুভ স্মৃতিধারা)-এর পরিবর্তে উহার নাম 'বাকিয়াতুস-সাইয়েয়াত' (পাপের অশুভ স্মৃতিধারা) রাখা সঙ্গত হবে। কিন্তু যদি কেউ বলে যে সে সালেহ, নেক, খোদাভীরু ও দ্বিনের খাদেম সুলভ সন্তান কামনা করে তাহলে তার এরূপ বলাও নিছক দাবীই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে তার জীবনযাত্রায় এক ইসলাহ বা সংশোধন আনয়ন করে। যদি নিজে নাফরমানী ও পাপাচারের জীবন যাপন করে আর মুখে বলতে থাকে যে, সে নেক ও মুত্তাকী আওলাদ কামনা করে তাহলে সে প্রকৃত পক্ষে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী। সালেহ ও মুত্তাকী সন্তান কামনার পূর্বে তাঁর নিজের ইসলাহ্ করা এবং স্বীয় জীবনকে মুত্তাকীসুলভ জীবনে রূপান্তরিত করা অত্যাবশ্যকীয়। তখনই তার উক্ত আকাঙ্খা সার্থক ও ফলপ্রসূ হবে এবং তার সেই আওলাদ প্রকৃতপক্ষে 'বাকিয়াতুস-সালেহাত'-এর প্রতীক হওয়ার উপযোগী হবে। কিন্তু এ আকাংখা যদি শুধু এ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে যে আমাদের নাম যেন পিছনে কায়েম থাকে এবং আওলাদ আমাদের সহায়-সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে অথবা তারা যেন বিরাট নামধারী ও বিক্ষাত বলে পরিচিত হতে পারে, তাহলে এ প্রকারের বাসনা-কামনা আমার দৃষ্টিতে শেরকের নামান্তর।"

(মলফুযাত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭০-৩৭১)

অনুবাদ : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

ইলাহী জামাতে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী ঃ

১। খেলাফত ও নেজামে খেলাফতের আনুগত্য ও এতায়াতের অভাব ও কমজোরী।
২। কুরআন মজীদ ও সেলসেলার কেতাবাদি বুঝিয়া না পড়া।
৩। বাজামাত নামাযে শৈথিল্য।
৪। জুমার নামাজের প্রতি ঔদাসীন্য।
৫। নিয়মানুসারে রোযা পালন না করা।
৬। চাঁদার বাজেট লিখাইতে আয় কম দেখানো এবং সহিভাবে চাঁদা না দেওয়া বা বকেয়াদার ও নাদেহেন্দ হওয়া।
৭। ফেতনা করা।
৮। বুযুরগানদের সম্বন্ধে কুধারণা রাখা, ছিদ্রান্বেষণ করা ও গীবত করা।
৯। দীনের খেদমত করিয়া প্রচারণা করা বা অহঙ্কার করা।
১০। আওলাদের সহি তরবীয়ত না করা।
১১। বিবাহ ব্যাপারে সেলসেলার আইন ও নিয়ম লঙ্ঘন।
১২। রসুমাতের গোলামী করা।
১৩। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ।
১৪। আপোষের লেনদেন পরিষ্কার না রাখা।
১৫। সেলসেলার জন্য সর্ব প্রকার কুরবানী করিতে অনীহা।
১৬। সেলসেলার উহ্‌দাদার (কর্মী)-গণের কর্তব্যে অবহেলা।
১৭। ব্যক্তিগত ও পার্থিব স্বার্থ ও মতকে প্রাধান্য দেওয়া।
১৮। বেপরদা ও অবাধ মেলামেশা।
১৯। মরকজের সহিত ঘনিষ্ঠ ও মুহব্বতের সম্বন্ধ না রাখা।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলির আনুপাতিক বর্তমানতা ব্যক্তি ও তাহার পরিবারকেও আনুপাতিক ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার ফযল ও রহমত হইতে বঞ্চিত করে। ফলে পরিবার সহ সে জামাত হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং তাহারা রূহানীয়ত হারাইয়া জামাতের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সর্ব প্রকার ত্রুটি হইতে আপন করুণায় রক্ষা করুন এবং তাহাদিগকে আপন ফযল ও রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন এবং জামাতকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত রাখুন। আমীন।

মোহাম্মাদ
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জিবনী

(পুর্ব প্রকাশিতের পর—১৫)

—হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

হজরত খাদিজা (রাঃ) ও আবু তালেবের মৃত্যুর পর তবলীগের প্রতিবন্ধকতা এবং হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর তায়েফ গমন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীগণ আবু তালেবের পরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার প্রিয় জীবনসঙ্গীনি হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে হারাইলেন। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীগণকে অত্যাচারীগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেন। কিন্তু এখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীগণের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন ও সহানুভূতি কমিয়া গেল। আবু তালেবের সদ্য বিয়োগ ব্যথায় ও তাঁহার অসিয়তের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরম শত্রু ও আবু তালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবু লাহাব কিছুদিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু যখন মক্কাবাসীগণ তাহাকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঐ সমস্ত লোকদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহিদে বিশ্বাস করে না অপরাধী ও শাস্তিলাভের যোগ্য বলিয়া মনে করেন তখন আবু লাহাব তাহার পূর্ব পুরুষের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করিল এবং শপথ করিল যে, সে এখন হইতে পূর্বের চেয়ে আরও অধিক জোরেশোরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরন করিবে। তিন বৎসর ব্যাপী অবরুদ্ধ জীবন যাপন করিবার সময় মুসলমানগণ তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে উভয়ের সম্পর্কের অবনতি হয়। মক্কাবাসীগণের সহিত মুসলমানদের কথাবার্তা দীর্ঘকাল বন্ধ থাকিবার ফলে প্রচারের ক্ষেত্র সংকুচিত হইয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া মহানবী (সাঃ) মক্কাবাসীগণের পরিবর্তে তায়েফবাসীগণের নিকট ইসলাম প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। মক্কাবাসীগণের বিরুদ্ধাচারণ তাঁহার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করিয়া দিল। প্রথমতঃ, মক্কাবাসীগণ তাঁহার বক্তব্য শুনিতেই প্রস্তুত ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পথ দিয়া যাইতে না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। যখন তিনি

পথে বাহির হইতেন তখন মক্কাবাসীগণ তাঁহার মস্তকে ধূলা-বালি নিক্ষেপ করিত যাহাতে তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারেন। একদিন যখন তিনি এই অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার এক কন্যা তাঁহার মস্তক হইতে ধূলা-বালি পরিস্কার করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন! তিনি বলিলেন, "হে আমার বেটি, কেঁদো না। নিশ্চয়ই খোদা তোমার আব্বার সঙ্গে আছেন।" তিনি দুঃখ-কষ্টে কখনও ঘাবড়াইতেন না। কিন্তু সমস্যা হইল লোকেরা আর তাঁহার বক্তব্য শুনিতে চাহিল না। দুঃখ কষ্ট পাওয়াকে তিনি অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। তাঁহার নিকট সবচেয়ে বড় দুঃখের দিন উহাই ছিল যেদিন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে উৎপীড়ন করিত না। বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তবলীগের জন্য মক্কার পথে বাহির হন। কিন্তু ঐ দিন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা ক্রীতদাস তাঁহার সহিত কথা বলিল না এবং তাঁহাকে কোন উৎপীড়নও করিল না। ফলে তিনি দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বলিলেন, "যাও ও লোক সকলকে বার বার হুঁশিয়ার কর এবং তাহাদের বিরোধীতার কোন পরওয়া করিও না।" লোকের দুঃখ কষ্ট দেওয়াকে তিনি মনে কোন স্থান দিতেন না। কিন্তু খোদাতায়ালার নবী যিনি দুনিয়াকে হেদায়েত দান করিবার জন্য প্রেরিত কখনও ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন যে লোকেরা তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিবে না এবং তাঁহার বক্তব্য শুনিবার জন্য প্রস্তুত নয়। এই ধরনের নিরর্থক জীবন যাপন তাঁহার নিকট সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক ছিল। সেইজন্য তিনি তায়েফ গমন করিবার ও তায়েফবাসীগণের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী পৌছাইবার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নবীদের ইহাই নিয়ম যে তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোকদিগের নিকট সত্য প্রচার করিয়া থাকেন। হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়ও এই রকম হইয়াছিল। তিনি কখনও ফেরাউনের লোকজনের নিকট, কখনও তিনি ঈসহাকের বংশধরগণের নিকট এবং কখনও তিনি মিদিয়ানবাসীগণের নিকট সত্য প্রচার করিতেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কেও কখনও গ্যালিলির জনগণকে, কখনও জর্ডন নদীর তীরবর্তী এলাকার বসবাসকারী লোকদিগকে, কখনও জেরুজালেমবাসীগণকে এবং কখনও অন্য কোন স্থানের লোকদিগের নিকট সত্য প্রচার করিতে হইয়াছিল।

যখন মক্কাবাসীগণ মহানবী (সাঃ) এর বক্তব্য শ্রবণ করিতে অস্বীকার করিল এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, "তাঁহাকে মারপিট কর, কিন্তু তাঁহার কথায় আদৌ কর্ণপাত করিওনা" তখন তিনি তায়েফের দিকে রওয়ানা হইলেন। তায়েফ মক্কা হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি শহর। ইহা ফলমূল ও কৃষিকার্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। মূর্তিপূজার ব্যাপারে তায়েফবাসীগণ কোন অংশে মক্কাবাসীগণ হইতে পশ্চাদপদ ছিল না। খানা কাবায় অন্যান্য মূর্তি ব্যতীত "লাত" নামে একটি প্রসিদ্ধ মূর্তি তায়েফের গৌরবের বিষয়বস্তু ছিল. যাহাকে দর্শন করিবার জন্য আরববাসীগণ দূরদূরান্ত হইতে আসিত। মক্কায় তায়েফবাসীগণের অনেক

আত্মীয় স্বজন ছিল। মক্কাবাসীগণ তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী অনেক বাগান ও সবুজ শষ্য ক্ষেতের মালিক ছিল।

মহানবী (সাঃ) যখন তায়েফ পৌঁছিলেন তখন তায়েফের সর্দারগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল কিন্তু কেহই সত্যকে গ্রহণ করিল না। জনসাধারণও তাহাদের নেতাদের অনুসরণ করিল। এক খোদাতায়ালার বাণীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল ; সহায় সম্বলহীন ও নিরাশ্রয় নবী দুনিয়াদার ব্যক্তিগণের নিকট অবজ্ঞার পাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকেন। তাহারা কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত। হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর কথা তো পূর্বেই তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল। যখন তিনি তায়েফে পৌঁছিলেন, তায়েফবাসীগণ দেখিল যে, তাঁহার সহিত কোন সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র নাই, তিনি কেবলমাত্র জায়েদকে লইয়া তায়েফের বিভিন্ন স্থানে সত্য প্রচার করিতেছেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তো মহানবী (সাঃ)-কে খোদাতায়ালার নবী বলিয়া চিনিল না, উপরন্তু তাহারা তাঁহাকে ঘৃণা ও তিরস্কারের পাত্র বলিয়া সাব্যস্ত করিল এবং মনে করিল যে, তাঁহাকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিলে তাহাদের সর্দারগণ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে। তাহারা একদিন সমবেত হইল, তাহাদের সহিত কুকুর লইল এবং বালকদিগকে উস্কাইয়া দিল, ফলে তাহারা থলি পূর্ণ করিয়া প্রস্তর লইল এবং নির্দয়ভাবে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে শহরের বাহিরে লইয়া গেল। তাঁহার পা রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল এবং জায়েদ (রাঃ) তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া গুরুতর রূপে আহত হইলেন। কিন্তু তথাপি অত্যাচারীগণ নিবৃত্ত হইল না। তাহারা হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর পিছু ছাড়িল না যে পর্যন্ত না তিনি শহর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী এক পাহাড়ের নিকট পেঁৗছিলেন। যখন তায়েফবাসীগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল তখন তাঁহার এই আশঙ্কা হইল যে, খোদাতায়ালার গযব তায়েফবাসীগণের উপর আপতিত না হইয়া যায়। তাই তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং কাতর স্বরে এই বলিয়া দোওয়া করিলেন 'হে আল্লাহ্, ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। তাহারা জানে না যে, তাহারা কি করিতেছে।" তায়েফবাসীগণ কতৃক বিতাড়িত ও তিরস্কৃত হইয়া তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত ও আহত অবস্থায় একটি আঙ্গুঁর বাগানের ছায়ায় আশ্রয় লইলেন। মক্কার দুইজন সর্দার এই আঙ্গুর বাগানের মালিক ছিলেন। এবং ঐ সময় তাহারা ঐ বাগানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এর পুরাতন ও ঘোর শত্রু ছিলেন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ তাঁহারা মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'একজন মক্কাবাসী তায়েফবাসীগণ কর্তৃক আহত হইয়াছে' এই দৃশ্য দেখিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন অথবা ঐ সময় তাঁহাদের অন্তরে সৎকার্য করিবার প্রেরণার সঞ্চার হইয়া থাকিবে। ফলে তাঁহারা তাঁহাদের ভৃত্য আদাসের হস্তে এক থালা ভর্তি আঙ্গুর তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আদাস নিনোভার বসবাসকারী একজন খৃষ্টান ছিলেন।। যখন তিনি

ঐ আঙ্গুর হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পেশ করিলেন এবং তিনি বিসমিল্লা-হির্‌রাহমানির্‌রাহিম বলিয়া ঐ আঙ্গুর লইলেন তখন খৃষ্টান ধর্মের কথা পুনরায় তাঁহার হৃদয়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে আল্লাহ্‌তায়ালার একজন নবী উপবিষ্ট আছেন, যিনি ইসরাইলী নবীদের ন্যায় কথা বলিতেছেন। হযরত রসুলে করিম (সাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ী কোথায় ?" উত্তরে যখন তিনি, 'নিনোভা' বলিলেন, হযরত রসুলে করিম (সাঃ) বলিলেন যে মোতির পুত্রও নিনোভার অধিবাসী ইউনুসও (আঃ) তাঁহার ন্যায় খোদাতায়ালার একজন নবী ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে ইসলামের বাণী শুনাইতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আদাসের বিস্মিত-ভাব বিদূরিত হইল এবং বিস্ময় ঈমানে পরিণত হইল। ঐ বিদেশী ক্রীতদাস সজল নয়নে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-কে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার হস্তপদ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর হযরত রসুলে করিম (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই বলিয়া দোওয়া করিতে লাগিলেন,

"হে আমার আল্লাহ্‌, আমি তোমারই নিকট আমার দুর্বলতা, নিঃসম্বল অবস্থা ও লোকের নিকট আমার ঘৃণিত হওয়ার বিষয় পেশ করিতেছি। তুমিই দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তিগণের খোদা তুমি আমারও খোদা। তুমি আমাকে কাহার হস্তে ছাড়িয়া দিবে ?—সেই বিদেশীদের হস্তে যাহারা আমাকে এদিক হইতে ওদিকে তাড়া করিয়া ফিরে অথবা ঐ শত্রুগণের হস্তে যাহারা আমার জন্মভূমিতেই আমার উপর প্রতাপশালী ? আমার উপর যদি তোমার গযব না থাকে তাহা হইলে আমি এই সকল শত্রুদের কোন পরওয়া করি না। তোমার রহমত আমার সঙ্গে আছে। তোমার নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তোমার আলোকের আশ্রয় ভিক্ষা করি। একমাত্র তুমিই পৃথিবীর অন্ধকার বিদূরিত করিতে পার এবং ইহকালে ও পরকালে সকলকে শান্তি দিতে পার। তোমার ক্রোধ ও রোষ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তোমার ক্রোধের সঙ্গে তোমার রোষও অবতীর্ণ হয়। তুমি ব্যতীত কোন শক্তি ও আশ্রয়ের স্থল নাই।"

দোওয়া শেষে মহানবী (সাঃ) মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি নাখালা নামক স্থানে অবস্থান করেন। কয়েক দিন বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি পুনরায় যাত্রা করেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মক্কা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর তিনি আর মক্কার বাসিন্দা ছিলেন না। এখন মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে মক্কায় ফিরিয়া আসিতে দিতে পারে আর নাও দিতে পারে। সেইজন্য তিনি মক্কার মুতিস বিন আদি নামে একজন সর্দারের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি মক্কায় ফিরিয়া আসিতে চাই। আরবের রীতি অনুযায়ী আপনি আমাকে মক্কায় প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবেন কি ? মুতিস তাঁহার একজন ঘোর শত্রু হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ ছিল। তিনি তৎক্ষনাৎ তাঁহার পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে লইয়া সশস্ত্র অবস্থায় কা'বা ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং হযরত রসুলে করিম (সাঃ) কে

বলিয়া পাঠাইলেন; "আমি আপনাকে আসিবার অনুমতি দিতেছি।" মহানবী (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করিয়া কাবাঘর প্রদক্ষিণ করিলেন। মুতিস তাঁহার পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে লইয়া কোষমুক্ত তরবারী হস্তে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-কে তাঁহার গৃহে পৌছাইয়া দিলেন। ইহা মহানবী (সাঃ)-কে আশ্রয় দানের বিষয় ছিল না। কারণ ইহার পর পূর্বের ন্যায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অত্যাচার হইতে থাকে এবং মুতিস তাঁহাকে এই সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন নাই। ইহা মক্কায় প্রবেশের আইনানুগ অনুমতি ছিল মাত্র।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর শত্রুগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, তিনি এই সফরে তুলনাবিহীন আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। স্যার উইলিয়াম মুর তাঁহার 'Life of Muhammad' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

"মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তায়েফগমনের মধ্যে তাঁহার মহিমা ও শৌর্যবীর্য প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশবাসী কর্তৃক ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত এক ব্যক্তি নিনোভার জোনা ইউনুস (আঃ) নবীর মত আল্লাহ্তায়ালার নামে সাহসের সহিত বহির্গত হন এবং একটি শহরের মূর্তিপূজারীদের অনুতাপ করিতে ও তাঁহার বাণীকে সমর্থন করিতে আহ্বান করেন। ইহা তাঁহার দাবীর ঐশী ভিত্তির উপর গভীর রেখাপাত করে।"

মক্কাবাসীগণ পূর্বের ন্যায় অত্যাচারও উৎপীড়ন করিতে লাগিল। পুনরায় খোদাতায়ালার নবীর কাছে তাঁহার জন্মভূমি জাহান্নামে পরিণত হইল। তথাপি মহানবী (সাঃ) সাহসিকতার সহিত ইসলামের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। মক্কার অলিতে গলিতে "খোদা এক, খোদা এক" এই বানী শুনা যাইতে লাগিল। তিনি ভালবাসা, প্রেম ও সহানুভূতির সহিত মক্কা-বাসীগণকে মূর্তিপূজার অমরতার কথা বুঝাইতে লাগিলেন। লোকেরা তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া চলিয়া যাইত। তবুও তিনি তাঁহাদের পিছু ছাড়িতেন না; লোকেরা মুখ ফিরাইয়া লইত, তবুও তিনি তাঁহার বক্তব্য শুনাইতে চেষ্টা করিতেন। ফলে সত্য ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। যে মুষ্টিমেয় মুসলমানরা আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মক্কায় বসবাস করিতেছিলেন তাঁহারা গোপনে গোপনে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনও বন্ধু বান্ধবদিগকে তবলীগ করিতেছিলেন। কাহারও কাহারও হৃদয় ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত হইত এবং তাঁহারা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করিতেন এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদের সহিত তাঁহারাও অত্যাচারিত হইতেন ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেন। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা গ্রহণ করিবার সামর্থ তাহাদের ছিল না। তাঁহারা ঐ দিনের অপেক্ষায় ছিলেন যখন পৃথিবীতে খোদাতায়ালার রাজত্ব কায়েম হইবে এবং তাঁহারা সত্যকে গ্রহণ করিয়া লইবেন।

অনুবাদ—**অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

জামাত আহমদীয়ার ৯০তম সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

"কোন দুঃখ-কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণাই আমাদেরকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর সত্যতার ঘোষণা ও প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারে না।

ইসলামের সূচনা কালের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বার বার দরুদ প্রেরণ করুন।

হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) কঠোর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধেও বদ-দোওয়া করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।"

হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) এবং সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহে আলাইহিমের নজিরবিহীন কুরবানী সমূহ এবং মক্কার কাফেরদের কঠোর জুলুম অত্যাচারের সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী পর্যালোচনা।

বিগত ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮২ইং জামাত আহমদীয়ার বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়াতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অসংখ্য দেশ থেকে প্রায় ৩ লক্ষ আহমদী মুসলমানদের সমাগমে ৩ দিন ব্যাপী নামায তাহাজ্জুদ সহ সকল ইবাদত ও যিক্‌রে এলাহীর হৃদয়গ্রাহী ও পবিত্র পরিবেশে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত জামাতের ৯০তম এবং ৪র্থ খেলাফৎ-কালের প্রথম বরকতপূর্ণ সালানা জলসার প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত এক ঘণ্টা স্থায়ী উদ্বোধনী ভাষণে সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পবিত্র সাহাবাবৃন্দের নজিরবিহীন আত্মত্যাগ ও কুরবানী সমূহের অতি ব্যথা ও বেদনা ভরা চিত্র তুলে ধরেন এবং অত্যন্ত জোশ ও জযবার সহিত তেজদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, দুনিয়ার কোন দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণাই আমাদেরকে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামের সত্যতার ঘোষণা থেকে বিরত রাখতে পারে না। হুজুর বলেন, আমি পূর্ণ ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলছি যে, আবুলহবী আগুন নূরে-মোস্তফা (সাঃ) দ্বারা নিশ্চিত নির্বৃত্তি ও পরাজয় বরণ করবে। এমন কোন প্রস্তর, এমন কোন পর্বত নাই, যা বেলালী কণ্ঠকে রুদ্ধ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর প্রচারকে নিস্তব্ধ করতে পারে।

হুজুর (আইঃ) সকাল ৯টা বেজে বিশ মিনিটে সভাস্থলে শুভাগমন করেন। উদ্বোধনী অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা শুরু হয়। তারপর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তত্ত্বপূর্ণ কাব্য কালাম থেকে—'হর তরফ ফিক্‌র কো থাকায়া হাম নে''—সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর ৯টা বেজে ৩৩ মিনিটে হুজুর (আইঃ) ইসলামী না'রা সমূহের গগণবিদারী গুঞ্জরণের মধ্যদিয়ে মিম্বারে আরোহণ করেন এবং ১০টা বেজে ৩২ মিনিট পর্যন্ত ভাষণ দান করেন। এই রূপে হুজুর এক ঘন্টা ব্যাপী ভাষণ দেন।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন:

"১৯৮২ইং সন আহমদীয়তের ইতিহাসে এক বিশেষ সাতন্ত্র্যপূর্ণ মর্যাদা বহণ করে। সেই মর্যাদা হলো এইরূপে যে ১৮৮২ সনে হযরতে আকাদস মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্-তায়ালার তরফ থেকে আদিষ্ট হওয়ার প্রথম এলহাম (ঐশীবাণী) প্রাপ্ত হন। তার মানে, তার আদিষ্ট হওয়ার দাবী থেকে এ যাবৎ একশ' বছর পূর্ণ হলো এবং একই সালে (১৯৮২ইং) খোদাতায়ালা জামাত আহমদীয়াকে (৪র্থ খেলাফৎ প্রবর্তনে—অনুবাদক) বয়েতের অঙ্গীকার নবায়নের তওফিক দান করলেন।

হুজুর বলেন, প্রতিটি অঙ্গীকারই সূচিত হলে উহার সহিত বহুবিধ আশা-প্রত্যাশা বিজড়িত থাকে, আর তেমনি থাকে ব্যাথাভরা কাহিনীও এবং কুরবানীর ইতিহাস ও বৃত্তান্ত সমূহও। জীবিত জাতিদের কর্তব্য হয়ে থাকে, তারা যেন ঐ সকল করুণ কাহিনীগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। কেউ বলে গিয়েছেন:

تا زہ خواہی داشتن گر داغہائے سینہ را
گاہے گاہے باز خواں ایں دفتر پارینہ را

অর্থাৎ, 'তোমাদের হৃদয়ে যদি এ সকল দাগ জীবন্ত ও চির উজ্জল করে রাখতে চাও, তাহলে ব্যাথা-বেদনার কাহিনী ও স্মৃতিকথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।'

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যখন আহমদীয়তের সুচনায় মনোনিবেশ করলাম, তখন স্মৃতিপটে 'নূর' বিকিরণের সূচনার কথা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কেননা নূরের যে উৎস সারা বিশ্বের জন্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল উহার সূচনা ঘটে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার দ্বারা। আমি চিন্তা করিলাম, সেই সব ব্যথার কাহিনী বর্ণনা করি না কেন, যেগুলো ইসলামের সূচনার সহিত সম্পৃক্ত। কেননা অবশিষ্ট সকল বৃত্তান্ত ও কাহিনী তো সেখান থেকেই ফুটেছে, যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা একটি কাণ্ড থেকে ফুটে থাকে।

হুজুর বলেন, যখন আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলাম তখন অনুভূত হলো যে, 'নূরের' সূচনাকালে দুনিয়ার এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছিল। একদিকে মানুষের চৈতন্য ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে জাগরিত ও বিকশিত করে 'নূরুন আলা নূর'-এ পরিণত করা হচ্ছিল, আর অন্যদিকে বিচার-বুদ্ধির সর্বপ্রকার বৃত্তি ও বোধ-শক্তির অবক্ষয় ও অবলুপ্তি ঘটে গিয়েছিল। চিন্তা-ধারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বিপন্ন ও অচল হয়ে পড়েছিল; অন্তরের গতি, মানসিক প্রবণতা ও রুচী জ্ঞান এবং কর্মধারা বিকৃত হয়ে পড়েছিল। মানব জীবনের এই চিত্রটির কোন তুলনামূলক সম্পর্কই বিদ্য-মান ছিল না প্রথমোক্ত চিত্রটির সহিত, যেন তখনকার পরিস্থিতি নিম্নরূপ কুরআনী আয়েতের পূর্ণ তফসীর বা ব্যাখ্যা মূর্ত হয়ে উঠেছিল:

"আমরা মানুষকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর আমরা তাকে সর্ব নিম্ন স্তরে প্রত্যাবর্তিত করেছি।" (সূরা তীন:)

হুজুর বলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে মানব জীবনের উল্লিখিত দু'টি দিক প্রস্ফুট আকারে পরিদৃষ্ট হয়। একদিকে 'আহ্‌সানে-তাকভীম' দৃশ্যমান রয়েছে, এবং আর দিকে রয়েছে 'আসফালুস সাফেলীন'-এর বিভৎস দৃশ্য।

হুজুর বলেন, আমি আমার এ আলোচ্য বিষয়বস্তুর অবতারণা 'সহযোগিতা'-এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত দু'টি দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর আলোকপাতের দ্বারা করতে চাই। এক তো হলো সেই সহযোগিতা, যা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদায়ী ওহী অনুযায়ী পেশ করেছিলেন। আর অন্যদিকে ছিল মক্কার কাফেরদের সহযোগিতা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী। একই সময়ে একই আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণকারীদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও চিন্তাধারায় এতই পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান, যে স্তম্ভিত হতে হয়। আঁ,হযরত (সা: আ:) ঘোষণা করছিলেন:

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضا ارباب من دون الله - فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ٥ (ال عمران : ٦٥)

অর্থাৎ—'হে কেতাবধারীগণ! আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথার দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঐক্যের বিষয় হিসাবে পরস্পরের কাছে স্বীকৃত। সমাজ সংস্কার এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের সমস্যাদি সমভাবে স্বীকৃত বিষয়াবলীকে কেন্দ্র করে (পারস্পরিক সহযোগিতায়) সমাধান হতে পারে। এরজন্যে অনৈক্যমূলক বিষয়াদিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ কর। যে এক খোদাকে তোমরাও মান, আমি তাঁর দিকে তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। তারপর এ বিষয়টির দিকে যে, তোমরা তকওয়া ও নেকীর (সাধারণ) বিষয়াদিতে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান কর। কোন ধর্মের উপর ভিত্তি না করে নেকী ও পুণ্যের বিষয়ে তো সহযোগিতা কর। নেকীর বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতা তো সারা জগতেই সাধারণভাবে একটি সর্বস্বীকৃত ব্যাপার।'

হাদিসগ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, এই পারস্পরিক সহযোগিতার আহ্বানের জবাবে সহযোগিতার অদ্ভুত ধরনের পথ ঐ কাফেররা অবলম্বন করলো। তারা বললো, ঐক্য মূলক বিষয়াদিতে নয় বরং অনৈক্যমূলক বিষয়াদিতে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়াও। কিছুটা আমরা তোমাদের খোদার ইবাদত করি। আর কিছুটা তোমরা আমাদের খোদার ইবাদত কর। কিছুটা তোমরা সত্যকে অনুসরণ কর, আর কিছুটা মিথ্যাকে অনুসরণ কর। তেমনি আমরাও কতকটা সত্যকে অনুসরণ করবো, আর কতকটা মিথ্যাকে। এ এক অদ্ভুত ধরনের সহযোগিতার ঘোষণা ছিল, যা একই সময়ে মক্কা থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। হুজুর (আইঃ) বলেন, উক্ত বৈপরীত্য মূলক অবস্থার এক আশ্চর্যকর বিচিত্র দৃশ্য ছিল এই যে, আরবের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা ফয়সালা করলো যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মান্যকারীদের ধর্মের নাম তারা (অমান্যকারীরা) রাখবে। কেননা তারা হলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের এটুকুও হক্ বা অধিকার বর্তায় না যে, তারা তাদের নিজেদের ধর্মের নাম নিজেরা রাখতে পারে। 'তোমরা কেন নিজেদেরকে মুসলমান বল?' এই অপরাধে তাদেরকে দুঃখ-যাতনা দেওয়া হয়। আর তাদের নাম করণ করা হয়—'সাবী'।

একজন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর গোত্রে যখন ফিরে গেলেন, তখন কাফেররা বললো, 'এ ব্যক্তি 'সাবী' হয়ে গিয়েছে।' হুজুর (আইঃ) বলেন, তাদের 'মুসলমান' হওয়ার দাবী কাফেররা যে পছন্দ করে না তা জানা সত্বেও মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রত্যেকেই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন যে, 'না, না! আমি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দলভুক্ত মুসলমান।' হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'যখন আমার পিতা হযরত উমর (রাঃ) মুসলমান হলেন, তখন তিনি কুরেশ বংশের এক ব্যক্তিকে তিনি মুসলমান হয়েছেন বলে ঘোষণা করার জন্য নিযুক্ত করলেন। সে ব্যক্তি ঘোষণা করলো যে, 'উমর বিন খাত্তাব 'সাবী' হয়ে গিয়েছে।' হযরত উমর (রাঃ) তাকে বললেন 'না, না, আমি 'মুসলমান' হয়েছি।' একথা শুনে কুরেশরা তাঁর উপর চড়াও করলো এবং তাঁকে খুব মারধর করলো।' হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "আমি যখন মক্কায় গেলাম, তখন একজন দুর্বল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা যে ব্যক্তিটিকে 'সাবী' বল, সে কোথায় থাকে?' সে আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললো, 'সাবী'! এ বলেই সে চেঁচাতে আরম্ভ করলো। মক্কাবাসীরা ইট-পাথর যাই তাদের হাতে পড়লো তা দিয়ে তারা আমার উপর এতো আঘাত হানলো যে, আমি সজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম।"

হুজুর (আইঃ) বলেন, হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ)-এর অনুসারী-দেরকে কলেমা পড়া থেকেও বাধাদান করা হয়। কুরআন করীমে এ সম্বন্ধে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:

واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة
واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون ○ (الزمر: ٤٦)

অর্থাৎ—'এবং যখন এক ও অদ্বিতীয় খোদার কথা বলা হয় তখন যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তাদের অন্তর (এরূপ ওয়াযের প্রতি) ঘৃণায় ভরে উঠে এবং যখন খোদাতায়ালার মোকাবিলায় অতি তুচ্ছ ঐ সব (প্রতিমা)-এর কথা বলা হয় তখন সহসা তারা আনন্দিত হয়ে উঠে।'

হুজুর (আইঃ) এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন যে, হযরত জুবের বিন আওয়াম (রাঃ) যখন ঈমান আনলেন তখন তাঁর নাকে ধুয়া দিত, আর বলতো, 'কলেমা অস্বীকার করে দাও।' তিনি সঙ্গাহীন হয়ে পড়তেন কিন্তু (কলেমার প্রতি) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন না। হযরত খাব্বার (রাঃ) কামারের কাজ করতেন। তিনি যখন সত্য সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন, তাঁর অধিকারিনী (মালিকা) তাঁরই ভাঁটি থেকে গরম লোহার শলাকা দিয়ে তাঁর দেহে সেঁক দিতো কিন্তু সে কখনও তার উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে নাই। তিনি ইসলামে অনড়-অটল থাকেন।)

হযরত বেলাল (রাঃ) সেই প্রাথমিক ইসলাম-গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন রকম অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ইসলাম অস্বীকার করার জন্য তাঁকে বাধ্য করা হতো। আবু জাহ্‌ল তাঁকে মুখেরভরে মাটিতে ফেলে দিত এবং তীব্র প্রখর রোদে তাঁর পিঠের উপর প্রস্তর-চাকা চাপিয়ে রেখে দিতো, যাতে রোদে উহা তপ্ত হয়ে উঠে, আর বলতো, 'তবে এখন মোহাম্মদ (সাঃ) ও মোহাম্মদের (সাঃ) খোদাকে অস্বীকার কর।' কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে 'আহাদ, আহাদ, বলতেন অর্থাৎ আল্লাহ্ একক, শুধু একজনই। তেমনিভাবে উমাইয়া বিন খাল্‌ফ তাঁকে পিঠের ভরে, চিত করে সটান শুইয়ে বুকের উপর গরম পাথর চাপা দিতো, আর বলতো, 'এমনি করে তুই মরে যাবি, অন্যথা অস্বীকার করে।' তথাপি তিনি 'আহাদ, আহাদ, বলতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি ইসলামের সমর্থনে এক ভাষণ দিলেন। তাতে মুশরেকরা তার প্রতি চড়াও হয়ে আসলো। এক কাফের তাঁকে জুতোর ধার দিয়ে তাঁর মুখের উপর আঘাত দিতে থাকে। তারপর তাঁকে শায়িত করে তাঁর পেটের উপর লাফায়, তাঁর এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, তাঁর নাক-মুখ চেনা যেতো না। তাঁর আত্মীয়রা এসে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। অনেক দেরীতে যখন সঙ্গা ফিরে আসে, প্রথম উক্তিটি তাঁর ছিল এই যে 'রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন ?'' এ কথা শুনে তারা তাঁকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা দিতে লাগলো এবং এই বলে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো যে, 'তাঁর হৃদয় থেকে মোহাম্মদের (সাঃ) প্রেম ছেড়ে যায় না।'

হুজুর বলেন, সে যে কিরূপ জামানা ছিল ! কিরূপ বৈষম্য ও বৈপরীত্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল !! একদিকে কলেমা পাঠকারীরা বলছিলেন যে, -'সর্ব প্রকার কোরবানী দিতে থাকবো কিন্তু কলেমা পরিত্যাগ করবো না।'' আর অন্যদিকে কাফেররা বলছিল, তোমাদের সকল প্রকার কুরবানী আমরা গ্রহণ করবো (অর্থাৎ নির্যাতন করবো—অনুবাদক) কিন্তু কলেমা পড়তে দিবো না।'

সাহাবাদেরকে আযান দিতেও বাধা দেওয়া হয়। যদিও শুরুতে আযানের নিয়ম ছিল না, তখনকার প্রবর্তিত তকবীর উচ্চারণেই বাধা দেওয়া হতো। হযরত উরওয়া বিন মসউদ সাকফী (রাঃ) ঈমান আনলেন এবং অনুমতি চেয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। ফজরের সময় উঠে বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে তিনি আযান দিলেন। এক বদ্‌বখ্‌ত পিশাচ আযান শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে অবস্থাতেই তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করে দিল।

সাহাবাদেরকে (রাঃ) ইবাদত করা থেকেও বাধাদান করা হয়। কুরআন শরীফে এর উল্লেখ নিম্নরূপ করা হয়েছে:

ارءيت الذى ينهى ٥ عبدا اذا صلى ٥ (العلق : ٩-١١)

অর্থাৎ—"(হে কুরআন পাঠক!) একজন ইবাদতকারী বান্দাকে নামাযে সে মশগুল থাকা কালীন তাকে (তার ইবাদতে) যে বাধা দেয়—সে ব্যক্তিটা যে কেমন তা কি (আমাকে) বলতে পার?!"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন যখন হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ) (নামাজে) সেজদাবনত অবস্থায় ছিলেন, তখন আবু জাহ্‌ল তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপর উটনীর জরায়ু, (গর্ভাশয়) এনে রেখে দেয়। তখন উক্ত আয়াত নাজেল হলো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন.মস্‌উদ বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) একবার যখন সেজদায় থাকা কালীন অবস্থায় ছিলেন, আকবা বিন মুইত একটা জবেহ্‌ করা উটনীর জরায়ু তুলে এনে হুজুর (সাঃ আঃ)-এর পিঠের উপর ফেললো। উহা এত ভারী ছিল যে, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। তাঁর (সাঃ) সাহেবজাদী হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছুটে এসে সেই জরায়ু তাঁর পিঠের উপর থেকে সরালেন।

একদিন আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) নামায আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় সেই হতভাগা আকাবা বিন মউত এসে তাঁর গ্রীবাদেশে কাপড় জড়িয়ে এত জোরে টানতে আরম্ভ করলো যে শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়লো। হযরত আবু বকর খবর পেয়ে ছুটে আসলেন এবং কাফেরদেরকে তিরস্কার করলেন।

হুজুর (সাঃ) ভাষণ অব্যাহত রেখে বলেন, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) এবং তাঁর অনুরক্ত দেরকে মসজিদ নির্মাণ করায় বাধা দেওয়া হয়। খোলা জায়গায় তো প্রশ্নই ছিল না, নিজেদের ঘরে বা বাড়ীতেও মসজিদ বানাবার পথে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে একজন আরব আশ্রয় বা জামানত দিয়েছিল, সেই সূত্রে তিনি নিজ গৃহে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পান। কুরআন করীমের সুরা বাকারার আয়াত নং ১১৫তে এর উল্লেখ রয়েছে।

হুজুর বলেন, প্রথম দিকে তবলীগ করার অনুমতি ছিল না। মুসলমানদের যখন কিছুটা সংখ্যা বৃদ্ধি হলো, তখন ৪ নবুওত সনে হযরত আরকাম (রাঃ)-এর গৃহে সংগোপনে (বাজামাত)

নামায আদায় শুরু করা হয়। বোখারী শরীফে রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর গৃহের উঠোনে মসজিদ বানিয়ে সেখানে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং নামাজ পড়তেন। এতেই মানুষ মনক্ষুন্ন হতে লাগলো। আরবের মুশরেকদের মহিলা ও ছেলে-মেয়েরা এসে তাঁকে কুরআন পাঠ ও নামাজ আদায় করতে দেখতো। কুরেশ এতেও অসন্তুষ্ট হলো এবং যে ব্যক্তি তাঁকে আশ্রয় বা জামানত দিয়েছিল সে কঠোরভাবে তাঁকে নিষেধাজ্ঞা জানালো।

কাফেরদের ভাবানুভূতি মনক্ষুন্নের অলিক ও কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গী সমূহ লোফে নেওয়ার জন্য সদা উদ্যত থাকতো, এবং যে সব বিষয়ের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ হয় সে গুলোকেই তারা মনক্ষুন্নের কারণ বলে মনে করতো। কুরআন করীমে এ সম্বন্ধে ঐ সব লোকের উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মস্‌উদ (রাঃ) একদিন উচ্চৈস্বরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করলেন। মুশরেকরা তাঁকে মারতে আরম্ভ করলো, এবং সোজা ঠোঁট ও মুখের উপর আঘাতে বান বর্ষণ করলো। যাহারা তাঁর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন তিনি বলতে লাগলেন, "তোমরা যদি চাও, তাহলে কালই আবার আমি তাই করবো।" হযরত আয়েশাও (রাঃ) মনক্ষুন্নের এইরূপই আর একটি ঘটনা করেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত আবু বকর যখন তাঁর গৃহের আঙ্গিনায় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলেন তখন তাতে মানুষের মনক্ষুন্ন হতে লাগলো। যে ব্যক্তি তাঁকে 'আশ্রয়' দিয়েছিল সে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগলো, 'হে আবু বকর! আমি আপনাকে এজন্য 'আশ্রয়' দান করি নাই যে আপনি আমার কওমের (জাতির) লোকদের (মনে) কষ্ট দেন।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'আমি কাউকে কষ্ট দেই নাই। অবশ্য আপনি যদি আপনার দেওয়া 'আশ্রয়' প্রত্যহার করতে ইচ্ছুক হন, তা হলে তা প্রত্যাহার করে নিন।' সুতরাং সে তার 'আশ্রয় দান' প্রত্যহার করে নিল।

হুজুর বলেন, একদিকে ছিল এই লীলাখেলা, আর অন্যদিকে এর পরিপ্রেক্ষিতে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর প্রতিক্রিয়া ছিল কি? তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, কঠোর থেকে কঠোরতম শত্রুদের প্রতিও সহিষ্ণুতা ও উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। একবার যখন এক ইহুদীর জানাযা যাচ্ছিল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাহাবাগণ তাজ্জুব হলেন ও আশ্চার্যবোধ প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি (সাঃ) বললেন, "পরমত সহিষ্ণুতা, উদার মনোভাব ও নৈতিক মূল্যবোধ অত্যাবশ্যকীয়।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের মনক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে বলতেন যে, "মুসা (আঃ)-এর চেয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ বলো না" আরও বলেছেন, ইউনুস (আঃ)-এর উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিওনা।" নাজযান থেকে আগত ৬০ জন খৃষ্টানের প্রতিনিধি দলকে মদিনায় নিজেদের মসজিদে (এক খোদার) ইবাদত পালনের অনুমতি দিলেন। তায়েফ থেকে আগত মুশরেকদের কাফিলাকে মসজিদে-নব্বীতে তাঁবু গেড়ে থাকার অনুমতি দিলেন।

সাহাবারা বললেন, "মুশরেকরা কি অপবিত্র নয়?", বললেন, "শেরকের অপবিত্রতা খোদার মাটিকে নাপাক করে না।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হজ্ব পালনে বাধাদান করা হয়—। এ সম্বন্ধে কুরআন করীমের সুরা হজ্বের ২৬ নং আয়াত এবং সুরা আনফালের ৪৫নং আয়াতে ঐ সকল লোকের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, ভাব-ধারনা ও আকীদার পার্থক্যের ক্ষেত্রে এত কঠোর ভূমিকা প্রদর্শন করা হয় যে, মুসলমানদেরকে তাদের নিজেদের নির্মিত গৃহেও বাস করতে দেওয়া হয় নাই। এবং বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে হিজরত করতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ যুল-বেজাভিন এতিম ছিলেন এবং তিনি তাঁর চাচার কাছে প্রতিপালিত হন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর চাচা তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়। তিনি এমতাবস্থায় বের হন যে, দেহে একটি কাপড়ও রাখতে দেওয়া হয় নাই। এবং এই জুলুম এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সাহাবাদের বিবাহিতা স্ত্রীদেরকে তাঁদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয় নাই। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর স্বামীর সহিত হিজরত করতে গেলে তাঁকে জোরপূর্বক বাধা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। তারপর আবার হযরত উম্মে সালমার পুত্রকে তাঁর নিকট থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। এছাড়া জোরপূর্বক তালাক সমূহ দেওয়ানো হয়।

এই হক্ও দেওয়া হতো না যে, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-কে তাঁর নিজের নামে তাঁকে ডাকা যায়। সুতরাং কাফেররা আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর নাম "মুযাম্মাম" (অতি নিন্দিত) রাখা হয়। (অথচ তাঁর নাম ছিল "মোহাম্মদ"—অতি প্রশংসিত—অনুবাদক)। তারপর তিন বছর ব্যাপী সকল মুসলমানকে শে'রে আবিতালেবের ঘাঁটিতে অন্তরিন করে রাখা হয় সেখানে খানা-দানা তো দূরের কথা পানি পর্যন্ত যেতে দেওয়া হতো না, এই বলে যে, পানি হলো খোদার এবং একমাত্র তারাই হলো খোদার বান্দা।

হুজুর বলেন, জুলুম নির্যাতনের এই উপাখ্যান অতি দীর্ঘ। একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনায় ঐ সব জুলুম-অত্যাচার সম্বন্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মন্তব্য হলো এই যে, যখন তাঁকে বলা হলো যে, আপনি তাদের বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করুন, তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "তোমাদের পূর্বে এমনও লোক গুযরিয়ে গিয়েছেন যাদের দেহ থেকে তাঁদের মাংসপিণ্ড লোহার কাঁটার দ্বারা আচড়িয়ে তোলে ফেলা হয়েছে কিন্তু তাঁরা 'উফ' পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইহা খোদার কাজ—ইহা নিশ্চিত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে।

হুজুর বলেন, আজ ইসলামের প্রারম্ভ কালের কথা-বার্তা বলা কালীন আমাদের উচিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা যিনি ছিলেন 'মুহসেনে আজম"—সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী ও কল্যাণকারী" রসুল। এবং কত মহান ছিল তাঁর শান ও মর্যাদা, তেমনি কত মহান ছিল তাঁর গোলাম ও ভক্তদের শান ও মর্যাদা। হুজুর (আইঃ) অত্যন্ত তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দান করতে পারি যে,

দুনিয়া এদিক থেকে সেদিক হয়ে যেতে পারে, পৃথিবী ও আকাশমালা টলে যেতে পারে কিন্তু খোদাতায়ালার তকদীর টলবে না। আবু লহবী আগুন নিশ্চিত নূরে-মোস্তফা (সাঃ)-এর দ্বারা পরাজয় বরণ করবে। দুনিয়ার কোন শক্তি, কোন প্রস্তর, কোন পর্বত বক্ষ সমূহে পতিত হয়ে বেলালী কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারবে না। "লা'ইলাহা-ইল্লাল্লাহ" এবং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' এর সত্যতা প্রচার ও ঘোষণা করা থেকে আমাদেরকে কোন দুঃখ-কষ্ট ও কোন জ্বালা-যন্ত্রনাই ক্ষেন্ত ও বিরত রাখতে পারবে না। এই দ্বীন বিজয়ী হয়ে অবস্থান করার জন্য এসেছে; ইহা পরাভূত হয়ে থাকার জন্য আসে নাই।

এরপর হুজুর (আইঃ) দোওয়া করান এবং 'আস্‌সালামু আলাইকুম বলে বিদায় গ্রহণ করেন।

আল-ফজল, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ইং

অনুবাদ :—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

জামাতের সকল বন্ধুগণের সদয় অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ইতি মধ্যে সকল জমাতের প্রেসিডেন্ট ও অবস্থাপন্ন বন্ধুদের খেদমতে আসন্ন মার্চের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসার চাঁদা চাহিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু জলসার পূর্বেই সকল আয়োজন সম্পন্ন করিতে হয়, সেইহেতু বন্ধুগণ শীঘ্রই ধার্যকৃত জলসার চাঁদা পাঠাইয়া জলসার কার্যক্রমকে কামিয়াবী করিবেন।

এ, কে. রেজাউল করীম
সেক্রেটারী, জলসা কমিটি।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

সকল স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেবদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ১৯৮২ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র মেধা তালিকায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করিয়া উপরে শ্রেণীতে উত্তির্ণ হইয়াছেন তাহাদের নাম, পিতার নাম, মজলিস, অধিকৃত স্থান, শ্রেণী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, উল্লেখ করিয়া অত্র দফতরে প্রেরণ করিবেন। খাকছার

খন্দকার রেনজীর আহমদ
নাযেম, উমুরে তুলাবা ছাত্র বিভাগ ম: খোঃ আঃ বাংলাদেশ।

শোক সংবাদ

ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা জামাতের মুখলেছ আহমদী ডাঃ মোবারক আলী সাহেব ৭০ বৎসর বয়সে গত ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮২ইং তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন

মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের ও তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য্য ধারনের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষ ভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সংবাদ

বিভিন্ন জামাতে সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উদ্‌যাপিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত দিবসে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী, এবং তাঁর আদর্শ ও শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে স্থানীয় জামাতের বিশিষ্ট বক্তাগণ জ্ঞান-গর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। উক্ত পবিত্র দিবসে আলোকসজ্জা ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

যে সমস্ত জামাত হইতে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবসের বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে সে জামাতগুলি হলো তারুয়া, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্রগ্রাম, কটিয়াদি ও পটুয়াখালী। স্থানাভাবে উক্ত রিপোর্টগুলি বিস্তারিত ভাবে ছাপা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবরেটরীজ

১. আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও বক্স নং ১০৯, ঢাকা ২।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

জনাব প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জদীদ সাহেবান

আস্‌সালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

আপনাদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ১৯৮২ সনের ওয়াক্‌ফে-জাদীদ এর চাঁদা আদায়ের শেষ তারিখ অনেক আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ সম্পূর্ণ পরিশোধকারী চাঁদাদাতাদের নাম কয়েকটি জামাত ছাড়া আর কোন জামাত হইতে পাওয়া যায় নাই, যাহার ফলে হুজুর আইঃ এর নিকট দোওয়ার লিষ্ট পাঠান সম্ভব হইতেছে না। অতএব অনুগ্রহপূর্বক এই বিজ্ঞপ্তি পাঠের সাথে সাথে সম্পূর্ণ পরিশোধকারী চাঁদাদাতাগণের নামের তালিকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এবং সেই সাথে নতুন বৎসরের অর্থাৎ ১৯৮৩ সনের ওয়াদা লইয়া ওয়াদার তালিকাও নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন!

উল্লেখ্য যে, নবজাত শিশু সহ সন্তান-সন্ততিদেরকেও উক্ত চাঁদার ওয়াদার তালিকাভূক্ত করিতে হইবে এবং উহার ন্যূনতম হার হইল বার্ষিক ১২ টাকা।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
সেক্রেটারী, তাহ্‌রীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সকল স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেবগণের নিকট হইতে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১৯৮৩ সালের বার্ষিক তালীম-তরবিয়তী ক্লাশের সময় ও তারিখ নির্ধারনের ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করা যাইতেছে। স্থানীয় কায়েদ সাহেবগণের প্রতি নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা যেন নিজ নিজ খোদ্দাম, আতফাল ও তাদের অভিভাবকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী (১৯৮৩ সালের) তালীম-তরবিয়তী ক্লাশের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানান। উক্ত ক্লাশে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যায় সেই বিষয়েও তাহারা নিজেদের মতামত রাখিতে পারিবেন।

এই ব্যাপারে সকল বিভাগীয় ও জেলা কায়েদ সাহেবগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারাও যেন বার্ষিক তালীম-তরবিয়তী ক্লাশের ব্যাপারে নিজ নিজ মতামত পেশ করেন।

খাকসার

নাজমুল হক
নায়েম তালীম ও তরবিয়ত, বাংলাদেশ মঃ খোঃ আঃ

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar